প্রথম আলো

তারিখ 23 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ৩০ কোটি টাকার বৃত্তি দিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দুই হাজার ৩০ জন গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (ডিবিবিএল)। ব্যাংকটির সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ষষ্ঠ পর্যায়ে চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করায় এই শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাজীবন শেষ করা পর্যন্ত প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে পাবেন। এ ছাড়া প্রতিবছর এককালীন ছয় হাজার টাকা করে পাবেন। এই শিক্ষার্থীদের বৃত্তিবাবদ খরচ হবে ৩০ কোটি টাকা।

রাজধানীর মিরপুরের ইনডোর স্টেডিয়ামে গতকাল শনিবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

> দুই হাজার ৩০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবন শেষ করা পর্যন্ত প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে পাবেন

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত গারবেন ডি জং, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস তাবরেজ। অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী রাহাতুজ্জামান রাহাত ও রহিমা খাতুন নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য দেন।

বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে আবদুল মুহিত বলেন, 'একটি সাফল্যের পর তোমরা এই সুযোগ পেয়েছো। এই সুযোগ ধরে রাখতে হলে তোমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ডাচ্-বাংলার লভ্যাংশের বেশির ভাগই এই কার্যক্রমে চলে যায়। প্রতিবছর ১০২ কোটি টাকার বৃত্তি দেয় তারা। সরকারের পর সবচেয়ে বড় বৃত্তি কার্যক্রম এটি।' তিনি আরও বলেন, জনসেবা অনেকভাবে করা যায়। তবে ডিবিবিএলের এই উদ্যোগটি মহৎ।

গারবেন ডি জং বলেন, 'বাংলাদেশে অনেক শিশু টাকার অভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। কিন্তু যথাযথভাবে তাদের শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা গেলে তারা দেশের সম্পদে পরিণত হবে। একই সঙ্গে তারা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে।'

সায়েম আহমেদ বলেন, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করছি আমরা। এ জন্য আজ দেশের সবচেয়ে বড় কর্পোরেট ডোনার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ডিবিবিএল।'

কে এস তাবরেজ বলেন, 'রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য মেধাবীদের প্রয়োজন। আমরা যদি শিক্ষার্থীদের যথাযথ মেধা বিকাশ করতে পারি তবেই দেশ যোগ্য নেতৃত্ব পাবে। ডাচ্-বাংলা সে চেষ্টাই করছে।'

ডিবিবিএলের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, ২০১৫ সালে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা সংখ্যা ৩০ হাজারে পৌঁছাবে। প্রতিবছর মাধ্যমিক পর্যায়ের তিন হাজার ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের দুই হাজার গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থী নতুন করে বৃত্তি পাওয়া ব্যক্তিদের তালিকায় যোগ হচ্ছেন।

আবুল কাশেম জানান, বৃত্তি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৯০ শতাংশই গ্রামের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। এর মধ্যে মেয়েশিক্ষার্থী হচ্ছেন ৫০ শতাংশ।

বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁদের অভিভাবকেরা ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।